

বাড়ির পাশে আরশি নগর স্বপন বিশ্বাস

রোববারটায় কি করা যায় ভাবছিলাম। ডিসকভারি চ্যানেলের সৌজন্যে ঘরে বসে দেশ-বিদেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কম্পিউটার খুলে দেখি ”কে এই রুদ্র?” লেখায় জনাব মাহফুজ আরজ আলী মাতুব্বরকে এক হাত নিয়েছেন। ভিনুমতের বাড়ির পাশে, সে আরশি নগর নয়, সমুদয় বাংলাআমার; সেখানে বসত করেন জনাব আবুসাইদ মাহফুজ। লিখেন মূলতঃ সবকিছু নিয়ে, অবধারিতভাবে সবকিছুতেই ইসলামিক কারি পাউডার মিশিয়ে। আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি, কিছুকাল আগে তিনি বলেছিলেন, তাঁর স্নাতকোত্তর তিনটিসহ স্নাত-স্নাতটি ডিগ্রী আছে। যাহোক তিনি বিনয়ের সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, দোষের কিছু নাই। তাঁর লেখা প্রাজল, ব্যবহৃত বাংলা সফটওয়্যারটিও ভাল। তিনি মুখোশ পছন্দ করেন না, শর্তসাপেক্ষে করেন। যেমন, সরকারি চাকরি চলে যাওয়ার ভয়ে কেউ ছদ্মনাম নিয়ে লিখলে আপত্তি নাই, কিন্তু কল্লা চলে যাওয়ার আশঙ্কায় কেউ ছদ্মনাম নিয়ে লিখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। প্রচ্ছন্নভাবে এইসব ইসলামি পন্ডিতেরা ধর্মের নামে হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করেন। নিরাপত্তার গ্যারান্টি চেয়েছেন জনাব আলমগীর হোসেন। আমি হলফ করে বলতে পারি, নিরাপত্তার গ্যারান্টি আপনি পাবেন কিন্তু প্রাণে বাঁচবেন না। মুসলমান হয়ে ইসলামের দোষ ধরলে নিরাপত্তা ঘাড় পর্যন্ত, কল্লার গ্যারান্টি নাই। সাদ্দাম হোসেন তার দুই জামাতাকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, তার পরের ঘটনা আপনার জানা থাকার কথা।

যাহোক আরজ আলীকে মুখ চামাভূষা বলে অবজ্ঞা করায় আমার আঁতে ঘা লেগেছে, রোববারটা মাটি হয়ে গেছে। তাছাড়া আমরা অনেকেই চামাভূষার সন্তান কি না। যদি বলেন, অভিজিৎ জনাব বুকাইলিকে হাতুড়ে বিজ্ঞানী বলেছেন, তাই আপনিও তালে তালে আরজ আলীকে মুখ বলেছেন, এটা যুক্তিযুক্ত না। অভিজিৎ না হয় বলেছেন হাতুড়ে বিজ্ঞানী, আপনি মাতুব্বরকে বলতে পারতেন হাতুড়ে চামা কিন্তু না আপনি তাঁকে চামা-ভূষা বলে কৃষ্টি ক্লিয়ার অবজ্ঞা করেছেন। লিখেছেন, মুখ আরজ আলী কোরান ও ইসলামের বিরুদ্ধে পাগলের প্রলাপ বকেছেন। মুখরা কিছু বললেই পাগলের প্রলাপ হয় না কি? আপনাদের নবী লেখাপড়া জানতেন না।

মুখ এই আরজ আলী গুলিবলদের আড্ডায় পড়লে নবী না হোক বড় পীর হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি সে পথে যাননি। প্রচলিত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক নিরব যুদ্ধের সূচনা করেছেন। তাঁর অস্ত্র হলো প্রশ্নবাণ। অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিনয়ের সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেছেন। পবিত্র গ্রন্থ বলছে, আল্লাহ দয়ালু ও সুবিচারক। আরজ আলীর প্রশ্ন, দয়া ও সুবিচার একসঙ্গে যায় কি না? যিনি দয়ালু তিনি বিচার করে শাস্তি দেবেন কি করে? ফারায়েজ-ই আউল কেন? কোরানে খোদা অঙ্ক ভুল করেছেন, না

হযরত আলী খোদার উপর খোদগারি করলেন? মাতুব্বরের প্রশ্ন করার পদ্ধতি মামুলি নয় বরং দর্শন শাস্ত্রের অঙ্গীভূত। তাঁর বিখ্যাত বই হচ্ছে "সত্যের সন্ধান"। আরেকটি বই "সৃষ্টিরহস্য" যেখানে সৃষ্টিরহস্যের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। জনাব মাহফুজের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সৃষ্টিরহস্য গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন, ইসলামী পণ্ডিতকুলের শিরমণি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। দেওয়ান সাহেব তাহলে কি বড় মুর্খ? সত্যি বলতে কি, আরজ আলী বড় মাপের মানুষ।

আরজ আলী কি শুধুই ইসলাম ও কোরান নিয়ে কথা বলেছেন? না। তিনি সব ধর্মকেই সমানভাবে ট্রিট করেছেন। সৃষ্টিরহস্যে যীশু খ্রীস্টের বাবার নাম লিখেছেন সখরিয়া। কি করে বয়োবৃদ্ধ পুরোহিত সখরিয়া জেরুজালেমের একটি মন্দিরের সেবাইত মরিয়মকে গর্ভবতী করে ফেলেন, সে কাহিনী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের খ্রীস্টানরা মার মার কাট কাট করে নাই।

বাল্যকালে আরজ আলী মাতুব্বর প্রাইমারি মস্তবুবে খানিকটা লেখাপড়া করেছিলেন। বাঁচোয়া যে তাঁর আর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। নইলে প্রচলিত শিক্ষার আধ্যাতিক প্রবণতায় আবদ্ব জলাশয়ে হয়তোবা ঘুরপাক খেতেন। ডিগ্রীর ভায়ে মাতুব্বর ন্যূজ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে বেঁচে গেলেন এবং মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। সাবাস আরজ আলী! তাঁর সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও লেখক হাসনাত আবদুল হাইয়ের মস্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "... মাতুব্বর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অহঙ্কার ও আত্মতৃপ্তিকে শক্ত হাতে নাড়িয়ে দিয়েছেন"। চাষাভূষার ভাষায় বললে বলতে হয়, মাতুব্বর অসহিষ্ণু আধ্যাত্যবাদী লেবাসধারী শিক্ষিতদের গালে কষে থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছেন, "আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচানোর" জন্যে।

২৮/৯/০৩